গ্রন্থকারের কথা

যেসব আকীদাহ বিশ্বাসের উপরে ঈমানের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অন্যতম। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে, আল্লাহ, রসূল, আল্লাহর কেতাব প্রভৃতির প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসই জন্মে না। উপরন্তু প্রবৃত্তির দাসত্ব ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে নেক আমল করতে হলে আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

আবার আখেরাতের প্রতি যেমন তেমন একটা বিশ্বাস রাখলেই চলবে না। বরঞ্চ সে বিশ্বাস হতে হবে ইসলাম সম্মত, কুরআন-হাদীস সম্মত। এ বিশ্বাসে থাকে যদি অপূর্ণতা, অথবা তা যদি হয় ভ্রান্ত, তাহলে গোটা ঈমান ও আমলের প্রাসাদ ভেঙে চূরমার হয়ে যাবে।

ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞানলাভ করার তওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, তাতে করে আমার এ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, আখেরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে গেলেই দুনিয়ার জীবনে খোদার পথে সঠিকভাবে চলা সম্ভব হবে। উপরন্তু মনের মধ্যে পাপ কাজের প্রবণতার যে উন্মেষ হয়, তাকে অংকুরে বিনষ্ট করা সম্ভব হয় আখেরাতের প্রতি সঠিক ও দৃঢ় বিশ্বাস মনে হর-হামেশা জাগ্রত থাকলে।

পার্থিব জীবনটাই একমাত্র জীবন নয়, বরঞ্চ মৃত্যুর পরের জীবনই আসল ও অনন্ত জীবন। সেখানে পার্থিব জীবনের নৈতিক পরিণাম ফল অবশ্য অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের গোপন প্রকাশ্য প্রতিটি কর্ম বিচারের জন্যে উপস্থাপিত করবেন। প্রতিটি পাপ পুণ্যের সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেদিন করা হবে। সেদিনের ভয়াবহ রূপ যদি মনের কোণে চির জাগরুক থাকে, আর তার সাথে যদি থাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান খোদার ভয়, তাহলেই পাপ কাজ থেকে দূরে সরে থেকে উন্নত ও মহান চরিত্র লাভ করা সম্ভব হবে। চরিত্র লাভের দ্বিতীয় বা বিকল্প কোন পন্থা নেই, থাকতেও পারে না।

দুনিয়ার কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে কিছুকাল নির্জন নীরব কারা জীবন-যাপন কালে 'মৃত্যু যবনিকার ওপারে' গ্রন্থখানি রচনা করেছি। এ গ্রন্থ রচনায় হঠাৎ প্রেরণা লাভ করেছিলাম তাফহীমুল কুরআনের সূরা 'কাফ'-এর তফসীর পড়তে গিয়ে। এতদ্ব্যতীত কোন জ্ঞানী গুণীর পরামর্শ নেয়ার অথবা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য নেয়ার সুযোগও তখন হয়নি। স্বভাবতঃই

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন	১৫
২. পরকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ	১৮
৩. প্রকৃত জ্ঞানের উৎস	২১
৪. যুগে যুগে নবীর আগমন	২৩
৫. পরকাল সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ	২৫
পরকালের বিরোধিতা	২৫
পরকালের বিরোধিতা কেন	২৬
একমাত্র খোদাভীতি অপরাধ প্রবণতা দমন করে	২৮
৬. পরকালে বিশ্বাস ও চরিত্র গঠন	৩১
৭. পরকাল সম্পর্কে কুরআনের যুক্তি	৩৮
৮. পরকালের ঐতিহাসিক যুক্তি	৪৫
৯. দুনিয়া মানুষের পরীক্ষা ক্ষেত্র	৫১
১০. আলমে বরযখ	৫২
১১. কবরের বর্ণনা	৫৪
১২. মহাপ্রলয় বা ধ্বংস	৬২
জাহান্নামবাসীর প্রধান প্রধান অপরাধ	৬৭
১৩. শয়তান ও মানুষের মধ্যে কলহ	৬৮
১৪. জান্নাতবাসীর সাফল্যের কারণ	৬৯
অগ্রবর্তী দল	৭২
দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দল	৭৩
বাম পার্শ্বস্থিত দল	৭৫
১৫. জাহান্নামবাসীদের দুর্দশা	৭৬
১৬. জান্নাতবাসীদের পরম সৌভাগ্য	৮১
১৭. পরকাল জয় পরাজয়ের দিন	৮৬
বিরাট প্রবঞ্চনা	৯১
পাপীদের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ	৯২
পরকাল লাভ-লোকসানের দিন	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮. পরকালের পাঁচটি প্রশ্ন	১০২
১৯. আত্মা	১০৫
২০. পরকালে শাফায়াত	১১০
শাফায়াতের ইসলামী ধারণা	১১৪
২১. মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার কোনকিছু শুনতে পায় কিনা	১১৮
২২. একটা ভ্রান্ত ধারণা	১২১
২৩. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের পার্থিব সুফল	১২৬
২৪. সন্তানের প্রতি পিতামাতার এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব	১৩০
২৫. শেষ কথা	১৩৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন

এ দুনিয়ার জীবনটাই কি একমাত্র জীবন, না এরপরও কোন জীবন আছে ? অর্থাৎ মরণের সাথে সাথেই কি মানব জীবনের পরিসমাপ্তি, না তার পরও জীবনের জের টানা হবে ? মানব মনের এ এক স্বাভাবিক প্রশ্ন এবং সকল যুগেই এ প্রশ্নে দ্বিমত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে দুই বিপরীতমুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

মানুষ ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছুকাল দুনিয়ায় অবস্থান করতঃ বিদায় গ্রহণ করে। এ অবস্থানকাল কারো কয়েক মুহূর্ত মাত্র। কারো বা কয়েক দিন, কয়েক মাস, কয়েক বছর। আবার কেউ শতাধিক বছরও বেঁচে থাকে। কেউ আবার অতি বার্ধক্যে শিশুর চেয়েও অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করে।

বেঁচে থাকাকালীন মানুষের জীবনে কত আশা-আকাংখা, কত রঙিন স্বপ্ন। কারো জীবন ভরে উঠে অফুরন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দে, লাভ করে জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করার সুযোগ-সুবিধে ও উপায়-উপকরণ। ধন-দৌলত, মান-সম্মান, যশ ও গৌরব—আরো কত কি। অবশেষে একদিন সবকিছু ফেলে, সকলকে কাঁদিয়ে তাকে চলে যেতে হয় দুনিয়া ছেড়ে। তার তাখ্‌তে-তাউস, বাদশাহী, পারিষদবৃন্দ, উজির-নাজির, বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীবৃন্দ, অঢেল ধন-সম্পদ কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। পারে না কেউ বহু চেষ্টা তদবীর করেও। অতীতেও কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারেনি আর কেউ পারবেও না ভবিষ্যতে। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, সাদা-কালো সবাইকেই স্বাদ গ্রহণ করতেই হয় মরণের।

কারো জীবনে নেমে আসে একটানা দুঃখ-দৈন্য। অপরের অবহেলা, অত্যাচার-উৎপীড়ন, অবিচার-নিষ্পেষণ। সারা জীবনভর তাকে এ সবকিছুই মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়। অবশেষে সমাজের নির্মম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেও একদিন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

আবার এমনটিও দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি অতিশয় সৎ জীবনযাপন করছে। মিথ্যা, পরস্বাপহরণ, পরনিন্দা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা তার স্বভাবের বিপরীত। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বিপন্নের সাহায্য, ভাল কথা, ভাল কাজ ও ভাল চিন্তা তার গুণাবলীর অন্যতম।